কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!
আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd April, 2020

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

April, 2020 Volume-VI, Issue-II | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

অপ্রতিরোধ্য সেরাম

খাদ্যসামগ্রী বন্টনের জন্য তৈরি — নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশ্বজুড়ে করোনা-ভাইরাসের আক্রমণে উত্তাল দুনিয়া। সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউনের বন্যা নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং সেরাম অ্যানা-লাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড যৌথভাবে সচেতনতার প্রচারে নেমে পড়েছে ময়দানে। সারা বছর ধরেই থ্যালাসেমিয়া রোধে সচেতনতার প্রচার করে চলে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটি অন্যান্য পরিস্থিতির থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে সরকার নির্দেশিত নিয়মকানুন যাতে সঠিকভাবে পালিত হয়, শুধু সেকথাটা প্রচার করতেই এবং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ মানুষের হাতে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং তোয়ালে তুলে দেওয়ার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলেছে সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

মাস্ক পরিয়ে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের উদ্যোগে এই কাজ চলছে। ২২ মার্চ থেকেই লকডাউন শুরু হয়েছে দেশে তথা রাজ্যে। দিন যত এগিয়েছে সংক্রমণ বেড়েছে ফলে সংক্রমণের নাগপাশ থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে শহরের প্রতিটি থানায় এবং থানা সংলগ্ন এলাকায় এই দুটি সংগঠন হাতে হাত মিলিয়ে কর্তব্যরত পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, তোয়ালে এবং মাস্ক। থানা এলাকাগুলিতে সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের হাতে যথাসম্ভব মাস্ক, স্যানিটাইজার দেওয়ার কাজ চলছে নিয়মিত। এছাড়া শহরের কিছু এলাকায় আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের কাছে পৌঁছে তুলে দেওয়া হয়েছে খাদ্যসামগ্রী। এই দুর্দিনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই দুটি সংগঠন।

সম্পাদকীয়

সকলের জন্য সকলে আমরা...

নোভেল করোনাভাইরাসে জেরবার বিশ্ব। ফলে দায়িত্ববোধ নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণের এতটুকু সম্ভাবনা থাকলে নিজেকে সকলের মধ্যে থেকে দূরে রাখবার পরামর্শ, মানুষের ভিড় বা জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ, নিজের দুটি হাতকে সবসময় পরিষ্কার রাখার পরামর্শ—প্রতিটি পরামর্শের মূল কথা হল দায়িত্ববোধের অনুশীলন করে যাওয়া। এই অনুশীলনের ইতিবাচক দিকটি হল অন্যকে সংক্রমণের আশঙ্কাটা কমানো। এতে লাভ নিজের এবং অন্যেরও। সংক্রমনের মোকাবিলায় মানুষের কাছ থেকে সামাজিকতার এই পাঠ বহুজনের হিতার্থে মানুষের সার্বিক নিরাপত্তাটি পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কর্তব্যটিকে সূচিত করে।

করোনাভাইরাসের এই অপ্রতিরোধ্য গতি কতদূর পর্যন্ত ধাবিত হবে, কখন এবং কীভাবে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে এই ভাইরাস আবার কোন চেহারায় আবির্ভূত হবে, তার বিপদ তুলনামূলকভাবে কম হবে না বেশি হবে-এসব জিজ্ঞাস্যের উত্তর জানা নেই। সারবত্তা নেই এমন যুক্তি বা কল্পনা কখনই সঠিক উত্তরের বিকল্প নয়। এছাড়া বিষয়টি যথেষ্ট ক্ষতিকরও বটে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ এবং বৃহত্তর প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের একটা বড় ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসের পথ অনুসরণ করেই এই সংক্রমণের প্রতিষেধক এবং রোগের ওষুধ খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমানে নিহিত রয়েছে। ফের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়, সাফল্য ধরা দিলেও নতুন বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এই ধরনের ভাইরাস প্রতিনিয়ত চেহারা পরিবর্তন করে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যুজতে গেলে নতুন ওষুধের প্রয়োজন, পুরানো ওষুধে আর কাজ হয় না। ইতিমধ্যে নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত দু'শতাধিক দেশ। এখনও পর্যন্ত লক্ষাধিকেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে অথচ এই সংক্রমণকে মোকাবিলা করার মত প্রতিষেধক এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে অস্ত্র একটাই সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও সতর্কতা।

সামাজিক পারস্পরিকতার গুরুত্বের উদাহরণ অনেক রয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দুষণের বীভৎসতা প্রতি মুহূর্তে আমাদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ পালনের সংকেত দিচ্ছে। এই পারস্পরিকতার মধ্যে রয়েছে জীবনবোধের মূল মন্ত্র। অপরকে আপন এবং আপনাকে অপরের সঙ্গে মিলে যাওয়ার মূর্ত ইচ্ছা। সংক্রমণের আক্রমণও মানুষের কাছে জীবন-মরণের লড়াই। সেকারণেই আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার, ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এক বিন্দুও আপস নয়।

এক পলকে দেশ

১২,৭৫৯
দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

মৃত ৪২০ সুস্থ ১,৫১৪

(১৬ এপ্রিল, ২০২০ রাত ১২টা পর্যন্ত এই হিসেব। সূত্র : স্বাস্থ্য মন্ত্রক)

চিন নিয়ে চিন্তা

নয়াদিল্লি-চিনে নতুন করে সংক্রমণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারত। দেশে লক ডাউন শিথিল করার ভাবনা এখন শিকেয় তুলেছে কেন্দ্র।

জরুরী পরিষেবা

নয়াদিল্লি-করোনার বিরুদ্ধে লড়াই দাবি রেখেই চালিয়ে যেতে হবে 'অন্যান্য' দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোকে এই নির্দেশ পাঠিয়েছে।

বিনামূল্যে পরীক্ষা

নয়াদিল্লি-করোনা সংক্রমণ হয়েছে কি না, তা জানতে হলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষাটি বিনামূল্যে করা যাবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিশেষ সচিব সঞ্জীব কুমার এ কথা জানিয়েছেন।

নতুন প্যাকেজ

নয়াদিল্লি-লকডাউনের জেরে সঙ্কটগ্রস্ত অর্থনীতিকে টেনে তুলতে ফের নতুন আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

সেনাকেও নিষেধ

নয়াদিল্লি-দেশের সব সামরিক ঘাঁটি, ক্যান্টমেন্ট, সেনা সদর এবং সামরিক ইউনিটে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত গতিবিধি বন্ধ রাখতে নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

বিচার পেলেন নির্ভয়া

নয়াদিল্লি-২৬৫১ দিন পর ২১ মার্চ ভোরে তিহাড় জেলে নির্ভয়া গণধর্ষন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পবন গুপ্ত, বিনয় শর্মা, মুকেশ সিংহ, অক্ষয় ঠাকুরের ফাঁসি হল। ২০১২ সালে ১৬ ডিসেম্বরে দিল্লিতে চলন্ত বাসে ধর্ষিতা হন নির্ভয়া। গণধর্ষনের পাশাপাশি ভয়াবহ শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছিল তাঁর ওপরে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে নির্ভয়ার পরিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

এক পলকে রাজ্য

দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তের মধ্যেও 'সুমধ্যমা'-র পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতাদের জন্য রইল 'শুভ নবর্ষের' (১৪২৭) আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন।
—সম্পাদক

ই-রেজিস্ট্রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি-লকডাউনের মধ্যেই ২০ এপ্রিল থেকে রাজস্ব আদায় করতে রাজ্যের অর্থ দপ্তর চালু করল ই-রেজিস্ট্রেশন।

কোরো না ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনাভাইরাসের জেরে রাজ্যে আপাতত পুরভোট হচ্ছে না। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে ১৬ মার্চ বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

শহরে প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৭ মার্চ শহরে প্রথম করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। লন্ডন থেকে মুম্বই হয়ে কলকাতায় আসা এক তরুণের দেহে 'কোভিড-১৯' এর সংক্রমণ পরীক্ষায় ধরা পড়েছে।

বাদ হালখাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-পয়লা বৈশাখে কালীঘাটে কারবারের নতুন খাতা হালখাতা দেবীর পায়ে ঠেকিয়ে পুজো দেন ব্যবসায়ীরা। লকডাউনের জন্য এবার হালখাতা বন্ধ হয়ে গেল। বছরের প্রথম দিনে শুনশান ছিল কালীঘাট এবং দক্ষিনেশ্বর।

চলে গেলেন সন্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি-১১ মার্চ সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার নিজের বাড়িতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা গেলেন অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায় (৬৯)। তরুণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে' দিয়ে কেরিয়ার শুরু করেন সন্তু।

পিকে-র প্রয়াণ

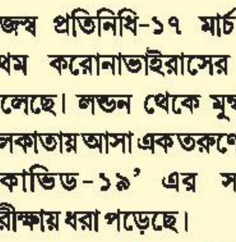

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতীয় ফুটবলের প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং সেরাম অ্যানা লাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ফুটবল প্রশিক্ষক এবং ফুটবলার পিকে চলে গেলেন অমৃতলোকে।

এখানে - ওখানে

দোলযাত্রা ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক পরেই অনুষ্ঠান শুনছেন শ্রোতারা — নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-চিরাচরিত প্রথায় দোলযাত্রার প্রারম্ভে বসন্ত উৎসব পালনের মধ্যেও থাকে কিছু ব্যতিক্রম। এবারও ৭ মার্চ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে নিজস্ব অডিটোরিয়ামে বসন্ত উৎসব পালিত হল একটু ব্যতিক্রমী ধারায়। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সরকারি স্তরে বহু ঘোষিত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। এরকমই একটি আবহে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বসন্ত উৎসবের সূচনা হল অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দকে মাস্ক পড়িয়ে দিয়ে। সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এই মাস্ক দেওয়ার কর্মসূচীর সূচনা করে বলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক না থাকলেও আগাম সতর্কতা হিসেবে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তিনি সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার অনুরোধ জানান।

বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপনের শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রখ্যাত উপস্থাপক গৌতম সুন্দর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এদিনের উৎসব অনুষ্ঠানে চারটি মহিলা দ্বারা পরিচালিত সংগঠনকে সম্বর্ধনা দেয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সম্মান জানিয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নারী দিবসের সূচনা পর্বের ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন তিনি। প্রথমে মায়া ফাউন্ডেশনের ডাঃ মীনাক্ষী গাঙ্গুলিকে মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয়। তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। প্রায় দু'দশক ধরে মায়া ফাউন্ডেশন সমাজে আর্থিকভাবে দুর্বলতর মানুষের কল্যাণে সেবা করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হল প্রতাপাদিত্য মেমেরিয়াল ফাউন্ডেশনকে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে দুর্বা গাঙ্গুলি এবং অন্যান্য সদস্যরা মঞ্চে এসে মানপত্র গ্রহণ করেন। বিখ্যাত অস্থি বিশেষজ্ঞ ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর তাঁদের হাতে মানপত্র তুলে দেন। সমাজে অবহেলিত কিশোর- কিশোরীদের সুপ্ত প্রতিভাকে খুঁজে এনে প্রতিষ্ঠার মঞ্চে স্বীকৃতি দেওয়ার কাজটা মনোযোগের সঙ্গে করে যাচ্ছে প্রতাপাদিত্য মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন। মহিলা পরিচালিত আরও দুটি সংগঠন গার্গী পাটুলির কর্ণধার কল্পনা দে এবং তার সহযোগিদের, 'আমরা মহিলারা'-র কল্যাণী চক্রবর্তী ও তাঁর সাথীদের ডেকে নেওয়া হল মঞ্চে। এদেরকে সম্বর্ধনা দিলেন সমাজসেবী প্রবন্ধ রায় ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মানপত্র সহ অন্যান্য উপহার আমরা মহিলার কল্যাণী চক্রবর্তী ও গার্গী পাটুলির কল্পনা দের হাতে তুলে দেওয়া হল।

কুলপিতে সচেতনতা শিবির

করঞ্জলী বালিকা বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছাত্রীরা। মঞ্চে উপবিষ্ট উদ্যোক্তাগণ — নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-রোটারি ক্লাব অব সেন্ট্রাল গার্জেনস কলকাতার সৌজন্যে এবং করঞ্জলী শিবশক্তি সংঘের সহযোগিতায় ১৪ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপিতে করঞ্জলী বালিকা বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। এই অনুষ্ঠানে শিবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই শিবিরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বালিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রী এবং প্রধান শিক্ষিকাসহ অনান্য শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। বালিকা বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীও সাফল্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এছাড়া সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা স্বাস্থ্যশিবিরে ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়।

স্পোর্টিং ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতি বছরের মত এবারও জোড়াবাগানে বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে পালিত হল রক্তদান শিবির। এই শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে রক্তদানের উপযোগিতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

সচেতনতার অভাব

লকডাউনের নিয়ম ভেঙে রাস্তায় ঘুরতে যাওয়ার মাশুল গুনতে হচ্ছে।

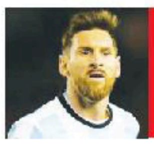

স্টেডিয়াম

সচেতনতা বাড়াতে সেলেবরা ময়দানে

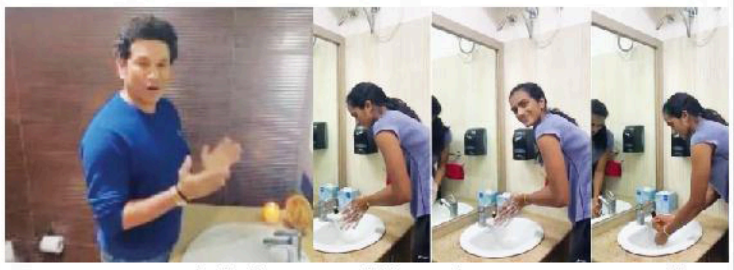

শচীন তেন্ডুলকর এবং পি ভি সিন্ধু হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে দেখাচ্ছেন কীভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সাময়িক রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বারপুজো বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাংলা নববর্ষে বইপাড়া, যাত্রাপাড়া এবং কলকাতা ময়দানে নতুন বছরের প্রথম দিনটা বিশেষভাবে পালন করার রেওয়াজ অনেক দিনের। একবারের জন্য এই উৎসবে কোন ছেদ পড়েনি। এবার লকডাউনের জেরে সব বন্ধ হয়ে গেল। বিশেষ করে ময়দানে বারপুজো হচ্ছে না সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে।

স্থগিত আই পি এল

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনা পরিস্থিতির জেরে আই পি এল-এর দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। সরকারিভাবে ক্রিকেট বোর্ড একথা জানিয়ে দিল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে ক্রিকেট বা খেলা নিয়ে কোনও কথা বলার মতো অবস্থা নেই।

মৃত পাক ক্রিকেটার

ইসলামাবাদ-করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির প্রাক্তন ক্রিকেটার জাফর সরফরাজ। করোনা উপসর্গ নিয়ে পেশোয়ারের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন জাফর।

সব পেছনের দিকে

লন্ডন-ফরাসি ওপেন, ইউরো, কোপা আমেরিকা সব টুর্ণামেন্টই পিছিয়ে গেল। করোনাভাইরাসের জেরে বিশ্বজুড়ে খেলাধুলার নিয়মিত নির্ঘন্টি তালগোল পাকিয়ে গেছে। খেলোয়াড়রাও অনেকে কোয়েরান টাইনে রয়েছেন।

ভারত সেরা মোহনবাগান

জাতীয় লিগ ও আই লিগ নিয়ে মোট পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। বাগানের স্পেনীয় কোচ কিবু ভিকুনার জাদু এবার ভীষণভাবে কাজে লেগেছে। একে তো দোলের রেশ চলছে, তারই মধ্যে মাঠের মধ্যে মুঠো মুঠো আবির উড়ছে কল্যাণী স্টেডিয়াম জুড়ে। ১৩০ বছরের মোহনবাগান ক্লাবে খুশির হাওয়া। পতাকা হাতে নিয়ে দৌড়লেন মিডফিল্ডার জোসেবা বেইতিয়া। স্পেনের পতাকা গায়ে জড়িয়ে ফ্রান গঞ্জালেস তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন উচ্ছ্বসিত গ্যালারির দিকে। আশুতোষ মেহতা, ননগোম্বা নওরেমরা কেউ দেশের পতাকা, কেউ ক্লাবের পতাকা নিয়ে মাঠের মধ্যে পাগলের মত ছুটছেন। মাইকে বেজে চলেছে ডোয়েন ব্র্যাভোর 'চ্যাম্পিয়ন, চ্যাম্পিয়ন' গান। মাঠ জুড়ে নাচছে কিবু ভিকুনার ব্রিগেড। হঠাৎ কোচকে কোলে তুলে নিয়ে দোলাতে শুরু করলেন পাপা বাবাকর দিওয়ারা। স্টেডিয়ামের বাইরে তখন বাজির শব্দে কান ঝালাপালা। জ্বলছে মশাল।

করোনাভাইরাস থেকে বিশ্ববাসীকে সচেতন করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বের চিকিৎসক সমাজ ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন এই ফুটবল তারকা।

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanantala Road, P.O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296.